Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 07-07-2026 17:45 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২২ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার ৭ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৯২ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

দিল্লি হাই কোর্টে ধাক্কা কেন্দ্রের! 'ককরোচ'দের এক্স হ্যান্ডেলের ব্লক প্রত্যাহারের নির্দেশ

ফের আক্রান্ত হরমুজ, ট্রাম্পের 'এক গুলিতেই শেষ' মন্তব্যের পরই মিসাইল ছুড়ল ইরান

দূরপাল্লা-লোকাল ট্রেনের পর মেট্রো! ধূমপানে ২০০০, বিনা টিকিটে ৫০০, জরিমানা বাড়ল পাতাল পথে

# তারাতলা কাণ্ডে হতাহতের পরিবারকে অর্থ সাহায্য, বিনামূল্যে ওষুধ, কাজের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

**নয়া জামানা ঃ** তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোডাউন ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃতদের পরিবার ও আহতদের আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আগেই দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নিহতদের পরিবারের সদস্যদের হাতে ১০ লক্ষ টাকা এবং আহতদের হাতে ১ লক্ষ টাকা করে চেক তুলে দেওয়া হল। অনুষ্ঠান থেকেই হতাহতের পরিবারগুলির পাশে সবসময় থাকার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।এদিন তিনি ঘোষণা করেন, আহতরা সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হবে। পাশাপাশি নিহতদের প্রতিটি পরিবার থেকে একজন সদস্যকে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।গত ২৪ জুন দুপুরে আচমকাই তারাতলায় একটি নির্মীয়মাণ গোডাউন ভেঙে পড়ে। সে সময় সেখানে কাজ চলছিল, ফলে বহু শ্রমিক ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে যান। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরপরই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ শুরু করে পুলিশ, দমকল ও এনডিআরএফ। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেনাবাহিনীকেও নামানো হয়। উদ্ধারকাজে একাধিক শ্রমিকের মৃত্যু হলেও অনেককে আহত অবস্থায় জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়। সরকারি হিসেব অনুযায়ী, এই দুর্ঘটনায় মোট ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী নিহত ও আহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং

তাঁদের সমস্যা ও চাহিদা জানতে চান। এই সময় এক নিহত শ্রমিকের স্ত্রী কর্মসংস্থানের আর্জি জানান তাঁর কাছে।এই আর্জির জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কলকাতার পুর প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে ও পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে দায়িত্ব দিচ্ছি, ওনারা দেখে নেবেন কোথায় কী কাজের সুযোগ রয়েছে। আপনারা সরাসরি পুরসভায় যোগাযোগ করবেন। স্মিতা পাণ্ডে ও অগ্নিমিত্রা পাল বিষয়টা দেখে ৭ থেকে দশ দিনের মধ্যে জানাবেন। আশা করছি কিছু করতে পারব। তবে আপনাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাটাও একবার দেখতে হবে। মাধ্যমিক পাশ না হলে সমস্যা।একই সঙ্গে তিনি নির্দেশ দেন, আহত ও নিহতদের পরিবারের সদস্যদের যদি পুরসভার কোনও কাজে যুক্ত করা যায়, সেই সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখতে হবে।অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন; নিহতদের পরিবারকে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট অর্থসাহায্য দেওয়ার বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।নিহতদের সন্তানদের শিক্ষার দায়িত্ব নেবে রাজ্য সরকার।আহতরা সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যের তরফে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ সরবরাহ করা হবে।এই সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়কেও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

## হাজিরা অরূপের

**নয়া জামানা ঃ** অনুমতি ছাড়াই মাঠে নেমে লিওনেল মেসিকে জড়িয়ে ধরা। প্রভাব খাটিয়ে মেসি ইভেন্টের অন্তত ২২ হাজার টিকিট 'হাতিয়ে' নেওয়া। একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ রয়েছে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। এর আগে তিনবার মেসিকাণ্ডের অভিযোগে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার আবারও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়।

## বিরোধীদের নাটক

**নয়া জামানা ঃ** দিলীপ আছেন দিলীপেই! বারুইপুর কাণ্ডে মুখ খুলে রাজ্যের মন্ত্রী বললেন, কাকে কীভাবে সোজা করতে হয় জানা আছে। বিজেপি ওসব জানে।গত কয়েকদিনে বিরোধী দলগুলো বারুইপুর নিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে।

# বারুইপুর কাণ্ডে সরকারের পদক্ষেপে সন্তুষ্ট পরিবার ঃ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা

**সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা , আসানসোল ঃ** বারুইপুরে নাবালিকা এক কিশোরীর ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে যখন তীব্র আলোড়ন, সেই আবহেই সরকারের পদক্ষেপের পক্ষে সওয়াল করলেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর দাবি, মৃতার পরিবারের সদস্যরা সরকারের ভূমিকা নিয়ে সন্তুষ্ট এবং তদন্ত প্রক্রিয়ার উপর তাঁদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।অগ্নিমিত্রা পালের বক্তব্য, ঘটনার পর থেকেই প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ করেছে। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, সংশ্লিষ্ট এলাকার আইজি এবং পুলিশ সুপার একাধিকবার ফোনে মৃতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন। শুধু প্রশাসনের শীর্ষস্তরই নয়, গ্রামবাসীরাও সরকারের পদক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বলেও দাবি করেন তিনি।মন্ত্রী আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার নিজে বারুইপুরে পৌঁছে মৃতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। সেই বৈঠকে পরিবারের বক্তব্য শোনা এবং

প্রয়োজনীয় সহায়তার বিষয়েও আলোচনা হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে।মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার কথায়, পরিবারের সরকারের উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। প্রশাসন যে ভাবে শুরু থেকেই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখেছে, তাতে তাঁরা সন্তুষ্ট।

তবে ঘটনাটি ঘিরে রাজনৈতিক তরজা অব্যাহত। বিরোধী শিবিরের একাংশের অভিযোগ, এমন স্পর্শকাতর ঘটনায় শুধু আশ্বাস নয়, নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্তের পাশাপাশি দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই হওয়া উচিত। অন্যদিকে সরকারপক্ষের বক্তব্য, তদন্ত আইন অনুযায়ী এগোচ্ছে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।বারুইপুরের এই মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও নারী-নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। তদন্তের অগ্রগতি এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবিত সফরের দিকে এখন নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষের।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1  07-07-2026  17:45  Page 2



# চুমু খাওয়ার সময় চোখ বন্ধ হয়ে যায় কেন?

**নয়া জামানা ডেক্স ঃ** আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন কেন বেশিরভাগ মানুষ চুম্বনের সময় স্বাভাবিকভাবেই চোখ বন্ধ করেন? এটা এমন কিছু নয় যা নিয়ে আমরা সাধারণত ভাবি, এটা এমনিতেই হয়ে যায়। সেটা ছোট একটি চুম্বনই হোক বা কোনও রোমান্টিক মুহূর্ত, চোখ বন্ধ করাটা প্রায় সহজাত বলেই মনে হয়। কিন্তু এই সাধারণ অভ্যাসটির পিছনে আসলে একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে। চুম্বনের সময় মানুষের চোখ বন্ধ করার অন্যতম প্রধান কারণ হল মস্তিষ্ককে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করা। আমরা যা দেখি, যা শুনি এবং যা অনুভব করি তার মাধ্যমে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ক্রমাগত তথ্য গ্রহণ করতে থাকে। যখন আপনার চোখ খোলা থাকে, তখন আপনার মস্তিষ্ক চারপাশের বিবরণ প্রক্রিয়াকরণে ব্যস্ত থাকে। চোখ বন্ধ করলে সেই দৃশ্যমান তথ্যের প্রবাহ কমে যায়, ফলে আপনার মস্তিষ্ক চুম্বনের শারীরিক অনুভূতি, যেমন স্পর্শ, উষ্ণতা এবং আবেগের প্রতি আরও বেশি মনোযোগ দিতে পারে। সহজ কথায়, এটি আপনাকে বর্তমান মুহূর্তে থাকতে সাহায্য করে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, মানুষ যখন কোনও দৃশ্যগত কাজে মনোযোগ দেয়, তখন তাদের পক্ষে স্পর্শের অনুভূতি উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে পড়ে। এর থেকে বোঝা যায় যে, যখন আমাদের চোখ খোলা থাকে এবং আমরা সক্রিয়ভাবে চারপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করি, তখন আমাদের স্পর্শের অনুভূতি কিছুটা কমে যায়। চোখ বন্ধ করার মাধ্যমে আমরা আমাদের মস্তিষ্ককে মুক্ত করি, যাতে চুম্বনটিকে আরও ভালভাবে অনুভব করা যায়, যা এটিকে আরও অর্থপূর্ণ ও আনন্দদায়ক করে তোলে। চুম্বন শুধু শারীরিক কাজ নয়, এটি আবেগও বটে। চোখ বন্ধ করলে তা বাইরের মনোযোগ বিঘ্নকারী বিষয়গুলিকে দূরে রাখতে এবং অন্তরঙ্গ অনুভূতি তৈরি করতে সাহায্য করে। কোনও দৃশ্যগত বাধা না থাকায়, অনেকেই তাদের সঙ্গীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে এবং নিজেদের অনুভূতির উপর আরও সহজে মনোযোগ দিতে পারেন। যা মুহূর্তটিকে আরও ব্যক্তিগত এবং স্মরণীয় করে তুলতে সাহায্য করে।আরও একটি খুবই সহজ কারণ হল, কারও মুখের খুব কাছে থাকলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আমাদের চোখ মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার দূরের বস্তু পরিষ্কারভাবে দেখার জন্য তৈরি নয়। চুম্বনের সময় চোখ খোলা রাখলে তা অদ্ভুত বা অস্বস্তিকরও মনে হতে পারে। চোখ বন্ধ করলে এই দৃষ্টিবিভ্রাট এড়ানো যায় এবং এটি আরও স্বাভাবিক মনে হয়।বিশেষজ্ঞরা আরও মনে করেন যে, এক্ষেত্রে সংস্কৃতিরও একটি ভূমিকা থাকতে পারে। চলচ্চিত্র, বই এবং টেলিভিশনে প্রায়শই চোখ বন্ধ করে রোমান্টিক চুম্বন দেখানো হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অবচেতনভাবে চোখ বন্ধ করাকে স্নেহ, বিশ্বাস এবং রোমান্সের সঙ্গে যুক্ত করে ফেলে, যার ফলে এই আচরণটি স্বয়ংক্রিয় বলে মনে হয়। ব্যতিক্রম কি আছে? অবশ্যই। চুম্বনের সময় সবাই চোখ বন্ধ করেন না। কেউ কেউ হয়তো অল্প সময়ের জন্য চোখ খোলা রাখতে পারেন, বিশেষ করে প্রথম চুম্বনের সময় বা খুনসুটির মুহূর্তে। আবার অন্যদের ব্যক্তিগত পছন্দ ভিন্ন হতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, ততক্ষণ এর কোনও সঠিক বা ভুল পদ্ধতি নেই।

# মন্দিরের সেবায় রোবট হাতি!

**নয়া জামানা ডেক্স ঃ** ঐতিহ্যপন্থীদের অনেকেই সহজে মেনে নিতে পারছেন না প্রযুক্তির এই উন্নয়ন। তাদের মতে, হাতি শুধু প্রাণী নয়, পবিত্রতার প্রতীক। রোবট কখনওই জীবন্ত হাতির ধর্মীয় গুরুত্বের বিকল্প হতে পারে না। কেরলের ত্রিশূরের ভাড়াক্কুনাথন মন্দিরের বার্ষিক পুরম উৎসবের সাক্ষী হতে প্রতি বছরই নামে মানুষের ঢল। এই উৎসবের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হাতিদের শোভাযাত্রা। রাজকীয় সাজে সাজানো হয় প্রায় ১০০ হাতিকে, রাজপথ সাজিয়ে, বাদ্যি বাজিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, যা দেখতে উপচে পড়ে দর্শনার্থীদের ভিড়। নিকটবর্তী গুরুভায়ুর শ্রী কৃষ্ণ মন্দির, কুন্নামকুলামের সেন্ট জর্জ অর্থোডক্স সিরিয়ান চার্চ এবং পালাক্কড় জেলার পাট্টাম্বি মসজিদেও বছরের বিভিন্ন সময়ে হাতিদের শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।কিন্তু হাতির কাছে কি খুব আরামদায়ক এই অবস্থা? ঘণ্টার পর ঘণ্টা একইভাবে তাদের দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। সজ্জার ভারে শরীর নুয়ে আসে। জোরালো শব্দ, মুহুর্মুহু বাজি ফাটানো তো রয়েছেই। মানসিক চাপে অনেক সময় হাতি নিয়ন্ত্রণ হারায়। ২০২৪ সালে কেরলে উৎসব চলাকালীন হাতির আক্রমণে অন্তত ৯ জন নিহত হন। এ নিয়ে বহু বছর ধরেই সরব হয়েছে প্রাণীকল্যাণ সমিতিগুলি। আঙুল উঠেছে এই আচারের অমানবিকতার দিকে। তবু তা থেমে

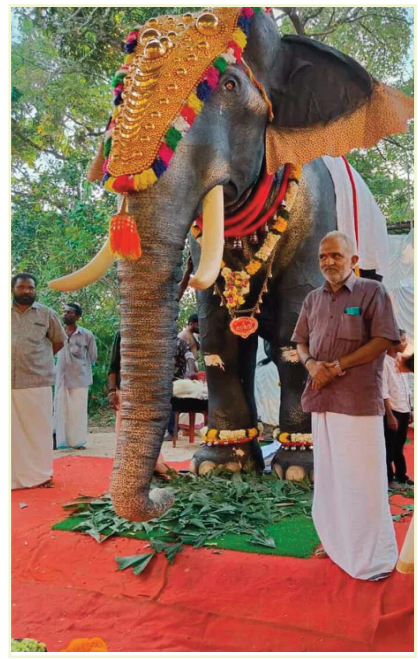

যায়নি।সম্প্রতি এই ঐতিহ্যবাহী রীতিতে বদল আনতে সক্রিয় হয় প্রাণী অধিকার সংগঠন পেটা ইন্ডিয়া। তাঁদের উদ্যোগে মোট ৪০টি রোবট হাতি দান করা হয়েছে কেরলের বিভিন্ন মন্দিরে। লোহা ও রাবার দিয়ে তৈরি এই হাতিগুলো কান নাড়াতে, লেজ দোলাতে, শুঁড় দিয়ে জল ছিটাতে পারে। তবে এখনও আসল হাতির হাঁটার ভঙ্গি রপ্ত করা সম্ভব হয়নি, যদিও নির্মাতারা ভবিষ্যতে সেই প্রযুক্তি যুক্ত করার চেষ্টা করছেন। প্রতিটির রোবট হাতির দাম প্রায় ৬ হাজার মার্কিন ডলার।রোবট হাতির নির্মাতা প্রশান্ত প্রকাশন সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, প্রকৃত হাতির বিকল্প তৈরি করা সম্ভব না-হলেও, তার সৌন্দর্য ও উপস্থিতি যতটা সম্ভব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তাঁরা। এই উদ্যোগে সাধুবাদ জানিয়েছেন কেরলের একাধিক পুরোহিত। যেমন, ইরিঞ্জাদাপিল্লি শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রাজকুমার নাম্বুদিরি মনে করেন, ধর্মীয় গ্রন্থে কোথাও জীবন্ত হাতি ব্যবহার বাধ্যতামূলক নয়। বর্তমানের কংক্রিটের শহর, তীব্র গরম ও শব্দে হাতিকে ব্যবহার করা বরং অমানবিকতারই পরিচায়ক।তবে ঐতিহ্যপন্থীদের অনেকেই সহজে মেনে নিতে পারছেন না প্রযুক্তির এই উন্নয়ন। তাদের মতে, হাতি শুধু প্রাণী নয়, পবিত্রতার প্রতীক। রোবট কখনওই জীবন্ত হাতির ধর্মীয় গুরুত্বের বিকল্প হতে পারে না।সূত্র জানাচ্ছে, কেরলের বিভিন্ন মন্দিরে আজও বন্দি রয়েছে ৪০০-এর বেশি হাতি। রাতারাতি তা বদলানো সম্ভব নয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে কি পরিবর্তন আসবে? সে উত্তর কেবল সময়ের অপেক্ষা।

# কনে সেজে ছাঁদনা তলায় আস্ত কুমির!

**নয়া জামানা ডেক্স ঃ** বিয়ে মানেই সানাইয়ের সুর। আলোকময় মণ্ডপ। আর লাল বেনারসিতে মোড়া লাজুক কনে। কিন্তু কনের জায়গায় যদি বসে থাকে আস্ত এক কুমির? তবে চমকে যাওয়াটাই স্বাভাবিক! আজ্ঞে হ্যাঁ। চলছে ফুটবল বিশ্বকাপ। মেক্সিকোর ফুটবলাররা যখন গোল করার জন্য মরিয়া, ঠিক তখন মেক্সিকোরই আরেক সবুজ শহরের মেয়র গোলপোস্ট ছেড়ে সোজা ঢুকে পড়লেন বিয়ের মণ্ডপে! সুদূর মেক্সিকোর ওক্সাকা প্রদেশের সান পেড্রো হুয়ামেলুলা নামের উপকূলবর্তী শহরে ঘটেছে এমনই এক ঘটনা। যেখানে ধুমধাম করে এক কাইম্যান (কুমির গোত্রীয় সরীসৃপ) কন্যাকে বিয়ে করলেন খোদ শহরের মেয়র ড্যানিয়েল গুতিয়ারেজ! ফুটবল জ্বরের মাঝেই মেয়রের এই 'আজব' বিয়ে নিয়ে এখন বিশ্বজুড়ে জোর শোরগোল।বিয়ের আগে কনেকে সাজানোর ধুমও দেখার মতো। সাদা রঙের শুভ্র ওয়েডিং গাউন পরানো হয় তাকে। পরক্ষণেই আবার বদলে দেওয়া হয় রঙিন আদিবাসী পোশাকে। রিবন আর সুগন্ধি ফুলে মুড়ে, মুখে ফিতে বেঁধে (সুরক্ষার স্বার্থে) পুরো শহর ঘোরানো হয় নতুন কনেকে। পেছনে চলে নাচ-গান, হইহল্লা।না, কোনও খামখেয়ালিপনা নয়। বরং ২৩০ বছরেরও বেশি প্রাচীন এক

ঐতিহ্যবাহী প্রথা। মেক্সিকোর জনপদে প্রতি বছরই মহাসমারোহে এই উৎসবটি পালিত হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এই কাইম্যান মোটেও কোনও সাধারণ জীব নয়। সে এক মায়াবী রাজকুমারী। যাকে ধরিত্রীর প্রতীক বলে মনে করা হয়। আর মেয়র হলেন এই সমাজের প্রতিনিধি। প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যেকার নিবিড় সম্পর্ককে উদযাপন করতেই নাকি এই প্রতীকী বিয়ের আয়োজন করা হয়।বিয়ের আগে কনেকে সাজানোর ধুমও দেখার মতো। সাদা রঙের শুভ্র ওয়েডিং গাউন পরানো হয় তাকে। পরক্ষণেই আবার বদলে দেওয়া হয় রঙিন আদিবাসী পোশাকে। রিবন আর সুগন্ধি ফুলে মুড়ে, মুখে ফিতে বেঁধে (সুরক্ষার স্বার্থে) পুরো শহর ঘোরানো হয় নতুন কনেকে। পেছনে চলে নাচ-গান, হইহল্লা। শহরের পৃষ্ঠপোষক সন্ত সেন্ট পিটার দ্য অ্যাপোস্টলের বার্ষিক উৎসবের অংশ হিসেবেই আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান।আসলে এই প্রথার নেপথ্যে রয়েছে এক ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তিও। লোকগাথা অনুযায়ী, বহু শতাব্দী আগে চোন্টাল এবং হুয়াভে নামের দুটি বিবদমান আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র লড়াই চলত। পরে চোন্টাল রাজা এবং হুয়াভে রাজকুমারীর বিয়ের মাধ্যমে সেই বিবাদের অবসান ঘটে। আজকের দিনে মেয়র হলেন সেই রাজা, আর কাইম্যান-রূপী কুমিরটি হলেন সেই প্রাচীন রাজকুমারী।মেক্সিকানদের বিশ্বাস, প্রকৃতির এই কন্যার সঙ্গে মেয়রের বিয়ে হলে সমুদ্র দেবে প্রচুর মাছ। জমি উপচে পড়বে সোনালি ফসল। গাছে গাছে মধু। আর আকাশ থেকে নামবে কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি। আসলে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সহাবস্থানের এ যেন এক চিরন্তন বার্তা। বর্তমানে পরিবেশ সংকটের যুগে দাঁড়িয়ে মেক্সিকোর এই প্রাচীন উৎসব মনে করিয়ে দেয়, প্রকৃতি আমাদের কেবল ভোগের সামগ্রী নয়, সে আমাদের জীবনের পরম সঙ্গী।

# ঘণ্টার পর ঘণ্টা অ্যাকোরিয়ামে ডুবে যুবক

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আগে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে নাম তুলেছিলেন হাওড়ার সাঁতারু। এবার ৩০ ঘণ্টা অ্যাকোরিয়ামে ডুবে বসে থেকে রেকর্ড গড়লেন তিনি। ছেলের কৃতিত্বে খুশি পরিবার ও পরিজনরা।ওই যুবকের নাম মুকেশ গুপ্তা। বাড়ি হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাট সংলগ্ন এলাকায়। তিনি জাতীয় স্তরের সাঁতারু। নানা প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছেন। এর আগে ৪ ঘণ্টায় ১১ হাজারেরও বেশি ডুব দিয়ে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে নাম তুলেছেন মুকেশ। এমনকী সাঁতার কেটে বালি থেকে রামকৃষ্ণপুর ঘাট পর্যন্তও গিয়েছেন তিনি। শুক্রবার দুপুর ১২টা ৫০ মিনিট নাগাদ একটি অ্যাকোরিয়ামে ঢুকে বসেন মুকেশ। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বাঁশের নল মুখে লাগিয়ে রাখেন তিনি। লক্ষ্য ছিল ৩০ ঘণ্টা অ্যাকোরিয়ামে থেকে রেকর্ড গড়া। রবিবার স্বপ্ন পূরণ হল মুকেশের। এদিন বিকেলে অ্যাকোরিয়াম থেকে বেরোনোর পর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় যুবককে। বর্তমানে সুস্থ রয়েছেন তিনি।প্রসঙ্গত, রামকৃষ্ণপুরে মুকেশদের একটি পারিবারিক চায়ের দোকান রয়েছে। মুকেশ ও তাঁর বাবা রামচন্দ্র ঠাকুর গুপ্তা মূলত এই দোকানটি চালান। ছেলের এই রুদ্ধশ্বাস অভিযানের সঙ্গী হয়ে, তাঁকে প্রতি মুহূর্তে ভরসা ও সাহস জোগাতে অ্যাকরিয়ামের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মুকেশের মা। যুবকের এই কঠিন লড়াইয়ে ছায়ার মত পাশে ছিলেন বন্ধু-বান্ধবরাও। তাঁরা অনবরত মুকেশের শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখছেন এবং মনোবল বাড়ান। মুকেশ ৩০ ঘণ্টা অ্যাকোরিয়ামে কাটানোর সকলের লড়াই-ই সফল হল।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 07-07-2026 17:45 Page 3



# চোলাই মদের বিরুদ্ধে মহিলাদের প্রতিবাদ

**আমিনুর রহমান,নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ** ভাতার ব্লকের খুরুল গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে অবাধে চোলাই মদ তৈরি ও বিক্রির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, গ্রামের বহু বয়স্ক ব্যক্তি ও যুবক নিয়মিত ওই মদ খাবার ফলে পারিবারিক অশান্তি, আর্থিক সংকট এবং সামাজিক অবক্ষয় ক্রমশ বাড়ছে।

এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের দাবিতে গ্রামবাসী, বিশেষ করে মহিলারা, একত্রিত হয়ে প্রতিবাদে সামিল হলেন।

এদিন মহিলারা একটি স্মারকলিপি নিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা বরুন ঘোষের কাছে যান এবং অবিলম্বে চোলাই মদ তৈরি ও বিক্রি বন্ধে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানান।স্মারকলিপিতে তাঁরা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি চললেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, ফলে গ্রামের পরিবেশ দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে। বিজেপি নেতা বরুন ঘোষ স্মারকলিপি গ্রহণ করে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার আশ্বাস দেন। তিনি জানান, বিধায়ক সৌমেন কার্ফার সহযোগিতায় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। গ্রামবাসীরাও আশা প্রকাশ করেছেন, প্রশাসন দ্রুত উদ্যোগ নিলে চোলাই মদের অবৈধ কারবার বন্ধ হবে এবং গ্রামের স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশ ফিরে আসবে।

# অন্নপূর্ণার টাকা না পেয়ে জঙ্গিপুর পৌরসভায় ডিম ছুড়লেন বিক্ষুব্ধ মহিলারা

**রাজু শেখ ,নয়া জামানা , জঙ্গিপুর ঃ** অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা অ্যাকাউন্টে না পাওয়ার অভিযোগে মঙ্গলবার চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় জঙ্গিপুর পৌরসভায়। বিক্ষোভের একপর্যায়ে ক্ষুব্ধ মহিলারা পৌরসভার আধিকারিকদের লক্ষ্য করে ডিম ছুড়ে প্রতিবাদ জানান। হঠাৎ এই ঘটনায় কার্যত হুড়োহুড়ি পড়ে যায় পৌরসভা চত্বরে। পরিস্থিতি সামাল দিতে আধিকারিকদের দ্রুত সেখান থেকে সরে যেতে হয়।জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল থেকেই জঙ্গিপুর পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ডের মহিলারা পৌরসভায় জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পে কিছু উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়লেও অধিকাংশ যোগ্য উপভোক্তা এখনও কোনও অর্থ পাননি। বারবার আবেদন ও অভিযোগ জানিয়েও

সমস্যার সমাধান না হওয়ায় এদিন তাঁরা পৌরসভায় বিক্ষোভে সামিল হন।বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। অভিযোগ, পৌরসভার আধিকারিকদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের তীব্র বচসা বাধে। সেই সময়ই একাংশ বিক্ষুব্ধ মহিলা আধিকারিকদের উদ্দেশে পরপর ডিম ছুড়ে ক্ষোভ উগরে দেন। আচমকা ডিম নিক্ষেপের ঘটনায় পৌরসভা চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং আধিকারিকরা দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যান।উল্লেখ্য, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা না পাওয়ার অভিযোগে গত কয়েকদিন ধরে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন বিডিও অফিস ও পৌরসভার সামনে বিক্ষোভ চলছে। মঙ্গলবার জঙ্গিপুর পৌরসভায় আধিকারিকদের লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপের ঘটনায় সেই আন্দোলন নতুন মাত্রা পেল।

# হিলিতে নিমের চারা বিতরণে সবুজায়নের বার্তা

**রবিন মুরমু ,নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ** পরিবেশ দূষণ রোধ, সবুজায়ন বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নির্মল পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের তিওড় এলাকায় শুরু হয়েছে নিম গাছের চারা বিতরণ কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে নিমের চারা তুলে দেওয়ার পাশাপাশি নিম গাছের পরিবেশগত, ঔষধি ও স্বাস্থ্যগত গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়। এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে স্বর্গীয়া হরিপ্রিয়া দেবী-র পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে। বিশিষ্ট সমাজসেবী সুশান্ত কুমার দাস-এর ব্যবস্থাপনায় এবং উজ্জীবন সোসাইটি-র আন্তরিক সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে এলাকার বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। চারা বিতরণের পাশাপাশি উপস্থিতদের কাছে নিম গাছের বহুমুখী উপকারিতা তুলে ধরা হয় এবং প্রত্যেককে অন্তত একটি করে নিম গাছ রোপণের আহ্বান জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সুশান্ত কুমার দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষক শ্যামল চক্রবর্তী, উজ্জীবন সোসাইটির সম্পাদক সুরজ দাশ এবং সংগঠনের সক্রিয় কর্মী পরিমল মাহাতো। তাঁরা সকলেই পরিবেশ সংরক্ষণে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন এবং সাধারণ মানুষকে সবুজায়নের এই আন্দোলনের অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানান।

আয়োজকদের বক্তব্য, নিম গাছ শুধু একটি বৃক্ষ নয়; এটি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বায়ু পরিশোধন, অক্সিজেন উৎপাদন, ছায়া প্রদান এবং ঔষধি গুণের জন্য নিমের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাই গ্রামাঞ্চলে যত বেশি নিম গাছ লাগানো যাবে, ততই পরিবেশ দূষণ কমবে এবং সুস্থ ও সবুজ পরিবেশ গড়ে উঠবে। এদিন নিমের চারা সংগ্রহ করতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই নিজেদের বাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তার ধারে ও খোলা জায়গায় নিম গাছ রোপণের অঙ্গীকার করেন। আয়োজকদের আশা, এই উদ্যোগ আগামী দিনে বৃহত্তর পরিবেশ আন্দোলনের রূপ নেবে। উজ্জীবন সোসাইটির সম্পাদক সুরজ দাশ জানান, এই নিমের চারা বিতরণ কর্মসূচি আগামী ২০ জুলাই পর্যন্ত চলবে। জেলার বিভিন্ন এলাকায় পর্যায়ক্রমে এই কর্মসূচি পরিচালিত হবে এবং আরও বেশি সংখ্যক মানুষের হাতে নিমের চারা তুলে দিয়ে সবুজ দক্ষিণ দিনাজপুর গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

# জঙ্গিপুর পুরসভায় চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব, ১১ কাউন্সিলরের স্বাক্ষরে জমা

**আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ** জঙ্গিপুর পুরসভায় রাজনৈতিক অস্থিরতা আরও তীব্র হলো। মঙ্গলবার জঙ্গিপুর পুরসভার চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলামের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিলেন বিরোধী পক্ষের ১১ জন কাউন্সিলর। জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের (এসডিও) দপ্তরে উপস্থিত হয়ে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষর করে তা জমা দেন।অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেওয়ার পর কাউন্সিলরদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গিপুর পুরসভার ২১টি ওয়ার্ডে উন্নয়নমূলক কাজ কার্যত স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। এলাকার রাস্তা, পানীয় জল, নিকাশি, আলো-সহ একাধিক নাগরিক পরিষেবা নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগ থাকলেও পুরবোর্ড সেই সমস্যার সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি বলে দাবি তাঁদের।বিরোধী কাউন্সিলরদের আরও অভিযোগ, চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলাম কাউন্সিলরদের মতামত বা অভিযোগকে গুরুত্ব দিতেন না। বোর্ড পরিচালনায়

স্বচ্ছতার অভাব ছিল বলেও তাঁদের দাবি। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন বিষয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে মতবিরোধ চলছিল এবং একাধিকবার বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা হলেও কোনও ইতিবাচক ফল মেলেনি। সেই কারণেই শেষ পর্যন্ত অনাস্থা প্রস্তাব আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তাঁরা।কাউন্সিলরদের বক্তব্য, পুরবোর্ড দীর্ঘদিন ধরে টালবাহানার মধ্য দিয়ে চলছে। উন্নয়নমূলক কাজের গতি থমকে যাওয়ায় সাধারণ মানুষও ক্ষুব্ধ। তাই পুরসভার স্বাভাবিক প্রশাসনিক কাজকর্ম ও নাগরিক পরিষেবা সচল রাখতে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে।এদিকে, অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জঙ্গিপুরের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। আগামী দিনে এই অনাস্থা প্রস্তাবের ভিত্তিতে কী সিদ্ধান্ত হয় এবং পুরবোর্ডের ভবিষ্যৎ কোন দিকে এগোয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের।তবে এই অভিযোগের বিষয়ে চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলামের প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। তাঁর বক্তব্য পাওয়া গেলে তা-ও গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হবে। এখন প্রশাসনিক নিয়ম মেনে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয়, সেটাই দেখার।

# ডুয়ার্সের জঙ্গলে রক্তাক্ত দম্পতিকে উদ্ধার করলেন বনকর্মীরা

**বাবলু রহমান,নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ** বন্যপ্রাণ ও প্রকৃতি রক্ষার পাশাপাশি মানুষের জীবন বাঁচাতেও বনদপ্তর যে কতটা তৎপর, তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তৈরি হল ডুয়ার্সে। মহাকাল ধাম সংলগ্ন জঙ্গলের নির্জন রাস্তায় বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম এক দম্পতিকে দ্রুততার সঙ্গে উদ্ধার করে নজির গড়লেন বনকর্মীরা।সোমবার সন্ধ্যায় লাটাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জার সঞ্জয় দত্তের নেতৃত্বে বনকর্মীদের একটি দল মহাকাল ধাম এলাকায় নিয়মিত টহল দিচ্ছিলেন। সেই সময় রাস্তার মাঝে একটি দুর্ঘটনাকবলিত মোটরবাইক এবং তার পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় এক দম্পতিকে পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। পরিস্থিতি বুঝে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে, বনকর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করে বনদপ্তরের গাড়িতেই

সরাসরি ময়নাগুড়ি ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যান।উদ্ধারের পাশাপাশি আইনি ও পারিবারিক দায়িত্বও পালন করেন বনকর্মীরা। তাঁরা দ্রুত মেটেলি থানার আইসি এবং ময়নাগুড়ি থানায় খবর দেন। পাশাপাশি আহতদের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়। হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর দম্পতির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁদেরজলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, আহত দম্পতির নাম কামাখ্যা সরকার ও সান্তনা সরকার। তাঁরা শিলিগুড়ির বাসিন্দা। তাঁদের দুর্ঘটনাগ্রস্ত মোটরবাইকটি বর্তমানে লাটাগুড়ি রেঞ্জের হেফাজতে সুরক্ষিত রয়েছে। বনকর্মীদের এই মানবিক ও দ্রুত পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1  07-07-2026  17:45  Page 4



## একশো অতিক্রান্ত দার্জিলিংয়ের চক বাজার

# আজও ধারণ করে আছে পাহাড়ি সংস্কৃতিকে

আর পাঁচটা বাজারের থেকে দার্জিলিং -এ বৃহস্পতিবারের চক বাজারের চেহারা চরিত্র অন্যরকম। লেপচা, তামাং, নেপালি, ভুটিয়া, খাস, গোরখা, রাই, নানা জনজাতি তাদের সংস্কৃতি, খাদ্যরীতি, জীবন-যাপন, ধর্ম বিশ্বাসের ডালি সাজিয়ে বসে স্বাগত জানান ঘুরতে আসা অতিথিদের। যার ফলে স্থানীয় মানুষদের শিল্প-কৃষিকাজ-জীবন যাপন-সংস্কৃতিকে অনুভব করা যায় গরম গরম খাবার খেতে খেতে। সমতলের মানুষেরা পরিচিতি পায় পাহাড়ি সংস্কৃতির আর বিভিন্ন পাহাড়ের জনজাতির মানুষের মধ্যে চলে নিজেদের আদানপ্রদান।

এই বাজার বসে এমন দিনে যেদিন রোজের বাজার বন্ধ থাকে। তাই প্রতি বৃহস্পতিবার যখন দার্জিলিংয়ের সব বাজার বন্ধ থাকে সেই দিন স্থানীয় মানুষরা চক বাজার-এ পসরা সাজান। আর একত্রিত হয়ে উদযাপন করেন নিজেদের সংস্কৃতি। বিভিন্ন জন-জাতির মধ্যে রয়েছে নানা ঘাত-প্রতিঘাত, মতের বৈষম্য, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা; তা হলেও বৃহস্পতিবারের এই বাজারে সবাই যেন বিবাদ ভুলে, বিভেদ ভুলে মিলন মেলা বসায়। অতিথিদের কাছে আসে বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের বন্ধন বার্তা। গানে-নাচে-খাবারে নানা ধরনের উপাদানের পরিচিতিতে মেতে ওঠে বাজার, সময় গড়াবার সঙ্গে সঙ্গে। উদযাপন করেন নিজেদের সংস্কৃতিকে। শুধুমাত্র বাইরে থেকে আসা ট্যুরিস্ট নয়, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও স্বাদ নেয় এই দার্জিলিংয়ের চক বাজার-এর মিলন মেলায়।আজও চক বাজারে ঢুকলেই দেখা যায় নেপালি মহিলারা চালের গুড়ো, দুধ, চিনি, গরম মশলা দিয়ে তৈরি করেন শেল রুটি। আর সেই রুটি জিলিপির মতো এক প্যাঁচ দিয়ে তেলে গরম গরম পরিবেশন করা হয় ঘুরতে আসা মানুষের কাছে।স্থানীয় মানুষদের কথায়, ১৯২০ সালে দার্জিলিংয়ের চক বাজার স্থাপিত হয়। এই জায়গা তখন থেকেই ছিল ঘুরতে আসা মানুষের মিলনস্থল। আর বিভিন্ন জনজাতি তাদের নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র ও গানের মাধ্যমে নতুন মানুষদের স্বাগত জানাতেন এখানে। সেই ঐতিহ্য আজও বহমান। বেড়াতে আসা মানুষের আপ্যায়নের গানের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হল স্থানীয় খাবারের স্বাদ। তাই আজও এই বাজারে ঢুকলেই দেখা যায় নেপালি মহিলারা চালের গুড়ো, দুধ, চিনি, গরম মশলা দিয়ে তৈরি করেন শেল রুটি। আর সেই রুটি জিলিপির মতো এক প্যাঁচ দিয়ে তেলে গরম গরম পরিবেশন করা হয় ঘুরতে আসা মানুষের কাছে।বাজারের অন্য পাশে তামাং উপজাতির মানুষেরা পরিবেশন করেন নিজেদের ক্ষেতের টাটকা রাই শাকের বড়া, আলুর বড়া, সবুজ রঙের রাই মোমো, পেঁয়াজি। সঙ্গে দিয়ে দেন ঘরে তৈরি গাছ টমেটো ও ডোলো লঙ্কার চাটনি। কাগজ বা প্লাস্টিকের প্লেটে নয়, এই প্লেট ওরা তৈরি করেন পাহাড়ি গাছের পাতা মুড়ে। এছাড়া তামাং উপজাতির শুকনো রাই শাকের গুন্দ্রু, শুকনো মুলোর সিংকি, বর্ষাকালের ঝরনার জলে ধরা শুকনো ছোটো মাছের সিদ্রা এই বাজারের উপাদেয় খাবার। সেই সঙ্গে দেখা যায় লেপচা আর তামাং উপজাতির মানুষেরা এই বাজারে নিয়ে আসেন ঠাকুমাদের তৈরি ট্র্যাডিশনাল আচার, রুটি ও চাউমিন।মজার কথা হল, এই বাজারে খাবারের পাশাপাশি শরীর সুস্থ রাখার জন্য পাহাড়ি ভেষজ ওষুধের দোকানও বসে। আর সেই ওষুধের দোকান বসান বৌদ্ধ সাধুরা। গোরখা খাবারের দোকানি পশরা সাজিয়েছেন নানারকম মাংসের তৈরি খাবার নিয়ে। কিমার তরকারি, স্যান্ডউইচ, ফ্যাট ফ্রাইয়ের মতো লোভনীয় খাবার এনে থাকেন উপজাতিরা। এইভাবেই পাহাড়ি উপজাতিদের কেউ নিয়ে আসেন হাতে বানানো মশলা আবার কেউ নিয়ে হাজির হন পাহাড়ের নানা গাছের ছাল-পাতার তৈরি ভেষজ আচার, কোয়াশ, কোয়াশ গাছের রুট, পাইন গাছের শুকনো ডাল, গাছ টমেটো,

পাইন ফরেস্ট থেকে পাওয়া মাশরুম, অ্যাভোগাডো, কমলালেবু, অর্গ্যানিক মুরগি, ডিম, শুয়োর, হাঁস। সঙ্গে ছোটোদের জন্য গুড়ের পাকে তৈরি করা ভুট্টার পপকর্ণের মোয়া, লোপচু প্যারা, বাদাম চাক ইত্যাদিও নিয়ে আসেন পাহাড়ের মানুষেরা এই বাজারে।এখানে বসবাসকারি তিব্বতি দেশের মানুষজন আবার গৃহপালিত পশু ইয়াকের দুধের তৈরি চকোলেটের দোকান লাগিয়ে বসেন এখানে। সব মিলিয়ে পাহাড়ি খাদ্য সংস্কৃতির একটা পরিচয় মেলে। এই সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে যায় পাহাড়ি ঝরনা, পাইনের বন আর পরিচয় মেলে নানা ধরনের পাহাড়ি উপজাতির মানুষের পছন্দের খাদ্য তালিকার।মজার কথা হল, এই বাজারে খাবারের পাশাপাশি শরীর সুস্থ রাখার জন্য পাহাড়ি ভেষজ ওষুধের দোকানও বসে। আর সেই ওষুধের দোকান বসান বৌদ্ধ সাধুরা। তবে শুধু মানুষের জন্যেই নয়, গৃহপালিত পশুদের সুস্থ রাখার জন্যে তারা নিয়ে আসেন বিশেষ ধরনের পাহাড়ি ফল টোডি।এছাড়া এই বাজারেই দেখা যায় পাহাড়ি মহিলারা বসে বসে উলবোনার কাজ করছেন ক্রুশ কাঁটা দিয়ে। কেউ উল দিয়ে বুনছেন পাহাড়ি ফুলের ডালি কেউ বা আবার নিজেদের ট্রাডিশনাল পোশাক বিক্রি করছেন। আবার দার্জিলিংয়ের জাম্বোনি থেকে কেউ নিয়ে এসেছেন ধান গাছের তৈরি বিশেষ ধরনের মাদুর। ওঁদের মতে অর্শ রোগীদের একটু যন্ত্রণার উপশম হয় এই ম্যাটে বসলে। সঙ্গে পশমের তৈরি কোট, ব্যাগ এসব তো থাকেই। এককথায় এই বাজার হল পাহাড়ি জনজাতির সংস্কৃতির মুখ বা সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।